3.4 প্রয়োগবাদ (Pragmatism)

সমস্ত শিক্ষা দার্শনিক গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও অলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদ হল প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন। এই দর্শন মূলত আমেরিকান এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক। ইংরেজি 'Pragmatism' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Pragma' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল ব্যাবহারিক তাৎপর্য বা বাস্তব উপযোগিতা। জগতের মূল বিষয় হল বাস্তব উপযোগিতা বা ব্যাবহারিক মূল্য। আর প্রয়োগবাদী দর্শনে চিরন্তন মূল্য ও আদর্শ অপেক্ষা তাৎক্ষণিক সুবিধা ও ব্যাবহারিক উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রয়োগবাদীরা অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নগদ মূল্যের (Cash value) মাপকাঠিতে কোনো সত্যের মূল্য বা যথার্থতা বিচার করেন। তাই এই দর্শনকে **'Cash Value Philosophy'** বলা হয়। প্রয়োগবাদীরা তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা মানবমনের সৃষ্টিশীলতা ও কর্মকুশলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চিন্তা অপেক্ষা কর্ম প্রয়াসকে তুলে ধরেছেন। প্রয়োগবাদী এমন একটা দর্শন যার মূলে রয়েছে বাস্তবমুখী গণপ্রচেষ্টা বা কর্মপ্রক্রিয়া, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের কাজে সহায়তা করে। আসলে প্রয়োগবাদী দর্শন হল জীবন সমস্যা সমাধানের এক উপযোগী দর্শন। যার মূলে রয়েছে **কার্যকরী জ্ঞান** ও ব্যাবহারিক উপযোগিতা (Functional Knowledge and Practical Utility)। তাই এই প্রয়োগবাদকে **উপযোগিতাবাদী দর্শন** (Utilitarian Philosophy) এবং ব্যাবহারিক **দর্শন** (Practical Philosophy) বলা হয়ে থাকে। গ্রিক দার্শনিক হীরাক্লিটাস-এর মতাদর্শের মধ্যে প্রয়োগবাদের পূর্বাভাস মেলে। গ্রিক **সফিস্টরা** হলেন ইউরোপের প্রথম প্রয়োগবাদী দার্শনিক। উইলিয়াম **জেমস্, জন ডিউই, পায়ার্স কিলপ্যাট্রিক** প্রমুখ দার্শনিক হলেন প্রয়োগবাদের প্রবক্তা। প্রয়োগবাদীরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী।

3.4.1 প্রয়োগবাদের মূলনীতি (Tenets of Pragmatism)

প্রয়োগবাদের মূলনীতিগুলি হল—

(i) **পরিবর্তনশীলতার নীতি (Emphasis on changes) :** প্রয়োগবাদীরা কোনো স্থির, নির্দিষ্ট, শাশ্বত মূল্য বা আদর্শে বিশ্বাসী নন। এঁরা আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী। চিরন্তন সত্য বলে জগতে কিছু নেই। পরিবর্তনশীল জগতের মূল্যবোধও সর্বদা পরিবর্তনশীল। স্থান-কালের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও সত্যের পরিবর্তন ঘটে। আজকে যা সত্য ভবিষ্যতে তা অসত্যও হতে পারে। অর্থাৎ, জগৎ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর মূল্য ও সত্যের পরিবর্তন ঘটে।

(ii) **উপযোগিতাবাদের নীতি (Utilitarianism) :** প্রয়োগবাদের মূল লক্ষ্য হল সার্থক জীবনযাপনের সুব্যবস্থা করা। এঁদের মতে, কোনো কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চাই। যদি তা ফলপ্রসূ হয়, সাফল্য নিয়ে আসে তবে তা সত্য। যা ফলপ্রসূ নয়, যার প্রয়োজন হয় না তাই মিথ্যা এবং যা জীবনের চাহিদা মেটায়, জীবন বিকাশে সাহায্য করে ও যার ফল সন্তোষজনক তাই সত্য। সত্যতা নির্ভর করে কার্যকারিতার ওপর। অতএব কার্যকারিতা ও প্রয়োজন পূরণ হল সত্যতা যাচাই-এর মাপকাঠি।

(iii) **অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপ (Strees on experience) :** প্রয়োগবাদীদের মতে অভিজ্ঞতাই হল জগতের মূল কেন্দ্র। প্রয়োগবাদ পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো আদর্শকে মানে না। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতা বলে কিছুই নেই। সকল আদর্শ, সকল মূল্য, সকল সত্য আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৃষ্টি করি, তাই সৃজনশীলতা হল প্রয়োগবাদের মর্মবাণী। অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে সবকিছুর মূল্য পরীক্ষিত হয়। অভিজ্ঞতার সন্তোষজনক ফল হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। তাই প্রয়োগবাদী **জন ডিউই** বলেছেন, "Education is the constant reorganisation and reconstruction of experience"। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হল শিক্ষা।

(iv) **পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের নীতি (Experimentalism) :** প্রয়োগবাদীরা হলেন 'Experimentalist' বা পরীক্ষণবাদী। প্রয়োগবাদীরা বিশ্বাস করেন জীবন গতিশীল। পূর্ব নির্ধারিত কোনো নীতি অনুযায়ী জীবন চলে না। জীবনের বহু সমস্যার পূর্ব নির্ধারিত সমাধান নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন জীবনের ধারণা মূলত পরীক্ষানিরীক্ষামূলক। অবিরত পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী জীবনের সমস্যা সমাধানের উপযোগী জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করে। তাই প্রয়োগবাদীদের প্রত্যাশামূলক শিশু সর্বদা পরীক্ষানিরীক্ষামূলক সৃজনশীল চিন্তায় ও কাজে নিযুক্ত

থাকে এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে শিশু জীবন-উপযোগী জ্ঞান ও কৌশল অর্জন করবে।

(v) **সমাজ ও সামাজিক জীবনযাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ (Stress on society and social life)** : মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের একটা সামাজিক জীবন আছে। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষায় সামাজিক দিককে অবহেলা করেননি। কারণ সামাজিক প্রেক্ষাপটেই মানুষের বিকাশ ঘটে। তাই প্রয়োগবাদীরা শিক্ষায় সামাজিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক দক্ষতা, সামাজিক সচেতনতা, সমাজের পুনর্গঠন ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছেন যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই দর্শন অনুসারে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ উপযোগী আদর্শ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মায়, সৃষ্টি হয় উন্নততর সমাজের।

(vi) **মানবতাবাদী দর্শন বা মানবতার নীতি (Humanistic philosophy)** : প্রয়োগবাদ মূলত মানবিক দর্শন। ভাববাদে যখন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেওয়া হয় প্রয়োগবাদ তখন মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন যে মানুষের প্রয়োজনই জগতের সব মূল্যের মাপকাঠি (Man is the measures of all things)। মানুষ সমাজের প্রয়োজনমতো ও নিজের আগ্রহে আদর্শ সৃষ্টি করে। জগতের যাবতীয় আয়োজনের মূলে আছে মানুষের প্রয়োজনপূরণ ও সন্তুষ্টিবিধান। তাই **জন ডিউই** বলেছেন, "Pragmitism is essentially a humanistic philosophy." অর্থাৎ প্রয়োগবাদ হল মানবতাবাদী দর্শন। প্রয়োগবাদীরা মানুষের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী। সত্য ও মূল্য মনুষ্যনির্মিত। স্বার্থক কর্ম ও পরীক্ষার দ্বারা এদের উদ্ভব ঘটে।

(vii) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও গণতান্ত্রিকতার নীতি (Individuality and democratic values)**: প্রয়োগবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। প্রয়োগবাদীগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বড়ো হবে। তারা স্বাধীনতার পাশাপাশি সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োগবাদীদের মতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য সমান। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনো ভেদ নেই।

(viii) **নৈতিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ (Emphasis on moral ideals)**: প্রয়োগবাদীরা নৈতিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেন। প্রয়োগবাদীদের মতে মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রকৃতিবাদীরা যখন নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধকে গৌণ বলে বিবেচনা করেন, তখন প্রয়োগবাদীরা নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের শিক্ষাকে মূল্যবান বলে ঘোষণা করেন।

(ix) **জগতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বহুত্ববাদী তত্ত্ব (Principle of plurality)**: ভাববাদী ও প্রকৃতিবাদীরা একত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু প্রয়োগবাদীরা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। এই বহুত্ববাদ হল প্রয়োগবাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রয়োগবাদীরা বিশ্বাস করেন, "The physical world and mundane life are the ultimate valueable." অর্থাৎ, জড়জগৎ ও পার্থিব জীবন হল চূড়ান্ত মূল্যবান। প্রয়োগবাদীরা **সকল অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক সত্তার** (Spiritual Character of Existence)-এর ওপর কম জোর দেন। তাঁরা মনে করেন, "The world is neutral, neither spiritual nor physical." অর্থাৎ, জগত হল নিরপেক্ষ, আধ্যাত্মিকও নয়, আবার জড়ও নয়। তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে এই যান্ত্রিক জড় জগতের পিছনে একটি আধ্যাত্মিক জগৎ (Spiritual world) কাজ করে।

(x) **অন্যান্য (Others)** : এ ছাড়া প্রয়োগবাদীরা অতীতের ওপর কম জোর দেন। তাঁরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

3.4.2 শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব (Impact of Pragmatism on Education)

শিক্ষায় প্রয়োগবাদের প্রভাব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) :

প্রয়োগবাদীরা পূর্ব নির্ধারিত কোনো স্থায়ী আদর্শে বিশ্বাসী নন। তাঁরা মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। তাঁরা শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলেননি। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক। তাদের জীবনের লক্ষ্যও পৃথক এবং ব্যক্তিভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্যও পৃথক। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য বলেও কিছুই নেই। তাই শিক্ষাবিদ **ব্রুবাচার** (J S Brubacher) মন্তব্য করেন, "The progressive education has no fixed aims or values in advanced." অর্থাৎ, প্রগতিবাদী শিক্ষার কোনো পূর্বনির্ধরিত লক্ষ্য বা মূল্য নেই। শিক্ষাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার লক্ষ্য হবে অধিকতর শিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে **জন ডিউই**-এর মত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন ডিউই-র মতে শিক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই। শিক্ষা একটি বিমূর্ত ধারণা। কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য আছে। জীবনের লক্ষ্য হল বৃদ্ধি ও বিকাশ। শিক্ষার লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি এবং আরও বিকাশ। তাই বলা হয় **Education is its own end** অর্থাৎ, শিক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য। **জন ডিউই** বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থী নিজেই ঠিক করবে এবং শিক্ষার্থী ভেদে শিক্ষার লক্ষ্যেরও ভেদ ঘটবে। মানুষ সামাজিক জীব এবং প্রয়োগবাদীরা সমাজবদ্ধ মানুষের এই সমাজসত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যেও

'Social Efficiency and Skill' সৃষ্টি করা। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে সে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ঘটাতে সক্ষম হয়। প্রয়োগবাদীরা উপযোগিতা ও কার্যকারিতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই তাঁদের মতে শিশুর লক্ষ্য হল "To turn children into good pragmatist" অর্থাৎ শিশুকে প্রকৃত প্রয়োগবাদী করে তোলা। প্রয়োগবাদীরা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রয়োগবাদ মূলত ব্যাবহারিক দর্শন। তাই এঁদের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সেই সমস্ত সামর্থ্য ও কৌশল অর্জনে সহায়তা করা যার দ্বারা ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটাতে পারে, বর্তমান জীবনে সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারে। প্রয়োগবাদীদের মতে, জীবনের উদ্দেশ্য হল জীবনে নতুন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। মানুষের জীবনে বৌদ্ধিক, নান্দনিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও দৈহিক দিক আছে। তাই শিক্ষার জন্য শিশুকে সেইসব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক কর্মে নিয়োগ করা দরকার যার মাধ্যমে তাদের জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রয়োগবাদীরা ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছে। তাই ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ উপযোগী মূল্যবোধ সৃষ্টি করাই শিক্ষার লক্ষ্য। প্রয়োগবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই প্রয়োগবাদীদের লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো। **জন ডিউই** বলেছেন, "Our school itself must become living democracy." অর্থাৎ, বিদ্যালয়ই হবে জীবন্ত গণতন্ত্র। প্রয়োগবাদীরা নৈতিক শিক্ষা এবং নৈতিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার লক্ষ্য হল নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো।

এই দর্শন অনুযায়ী মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক সমাজ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল এবং প্রতিমুহূর্তে তাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। আর এই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে যোগ্যতা অর্জন করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

পাঠক্রম (Curriculum) :

প্রয়োগবাদীরা উপযোগিতার তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই পাঠক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়োগবাদী দর্শন উপযোগিতার নীতির ওপর জোর দিয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদাপূরণে, জীবন সমস্যার সমাধানে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে যে সমস্ত কার্যাবলি, অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু ব্যক্তিকে সাহায্য করবে তা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয় পাঠক্রমে স্থান পাবে না। প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য প্রগতি। তাই পাঠক্রমে সেই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা প্রগতিতে সাহায্য করে। পরিবর্তনশীলতা প্রয়োগবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। তাই তাঁরা শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিশ্বাসী নয়। এই কারণে তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বিরোধী। অর্থাৎ পাঠক্রম হবে গতিশীল ও নমনীয়। শিশু ও সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রম রচিত ও পরিবর্তিত হবে।

প্রয়োগবাদীরা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, শিশুর প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচিত হবে। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যাবলির ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে।

সমন্বয়ের নীতি (Principle of intregation) প্রয়োগবাদী দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রয়োগবাদীরা **Unity of knowledge and skills**-এ বিশ্বাসী। জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোনো বিভাজন বা ভেদ নেই। বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে ও পড়লে চলবে না। তাই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সূত্র রচনা করে শিক্ষাদান করতে হবে। এই কারণে প্রয়োগবাদীরা সমন্বিত পাঠক্রম (Integrated curriculum)-এর সমর্থক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় পড়াতে হবে পারস্পরিক সুসমন্বয়ের মাধ্যমে।

প্রয়োগবাদীদের মতে, পাঠক্রম হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদরা অবোধ শিখন (Rote learning) অপেক্ষা বাস্তব ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা (Actual exprience or practical exprience)-এর ওপর জোর দেন। পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে। আর এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিকতার শিক্ষা, আত্মশৃঙ্খলা ও জীবন সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে।

প্রয়োগবাদীদের মতে, শিক্ষক বা মাতা-পিতা নয়, শিক্ষার্থী হল পাঠক্রম নির্ধারণের মুখ্য নিয়ন্ত্রক। এঁদের মতে, পাঠক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে আগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিশু বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং শিশুকে অনুসরণ করে পাঠক্রম রচিত হবে। তাই শিশু যাতে তার আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম বা পাঠক্রম খুঁজে পায় সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি দিতে বলেছেন।

প্রয়োগবাদীগণের মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পড়া, লেখা, গণিত, প্রকৃতি পাঠ, হাতের কাজ, ছবি আঁকা, শিল্পকাজ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্থান পাবে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা, ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ভূগোল, শরীরচর্চা, কৃষিবিদ্যা এবং বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রয়োগবাদীরা বিশ্বাস করেন যে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব শিশুকে মানবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করে। তাই বিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য মানবিক বিদ্যা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শিক্ষাপদ্ধতি (Methodology) :

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল শিক্ষাপদ্ধতি। তারা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবনের ব্যাপারে আগ্রহী। প্রয়োগবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল

চিন্তা অপেক্ষা কাজের ওপর অধিক গুরুত্ব দান (Action rather than Reflection)। প্রয়োগবাদীদের মতে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা। তাই তারা শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিকতা ও সক্রিয়তা নীতির (Leaning by doing and learning through activity) ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, তত্ত্ব ও তত্ত্বের ব্যবহার-এর মধ্যে ব্যবধান থাকা উচিত নয়। আর এই মূল তত্ত্ব থেকে একটি মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যায়, যেটি হল কাজের দ্বারা শিক্ষালাভ।

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন অভিজ্ঞতা যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। তাই এদের পদ্ধতি হল প্রচেষ্টা ও ভুলের কৌশল (Trial and error method) এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method)। এখানে শিশুর সক্রিয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'Trial and Error'-এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে **Learning by doing method**। **জন ডিউই**-এর মতে, "A child learns not by reading books or listening explanation. But by doing things." অর্থাৎ শিশুরা শুধুমাত্র বই পড়ে বা ব্যাখ্যা শুনেই শেখে না, বরং হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমেও শেখে।

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন হাতে-কলমে কাজ শেখানো শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে উপস্থাপিত করতে হবে। সেখানে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে প্রশ্ন করে, চিন্তাভাবনার মাধ্যমে শিশু নিজের সমস্যার সমাধান করতে শিখবে। আর এই সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিককালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী পদ্ধতি **প্রকল্প পদ্ধতি**।

প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষক সর্বদা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দেবেন না। এঁদের মতে, "His (Teacher) method will vary from class to class and year to year"। শিক্ষকমহাশয় শ্রেণিকক্ষ তথা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচন করবেন অর্থাৎ কী পড়াবেন, কাদের পড়াবেন, কোথায় পড়াবেন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে তিনি শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করবেন। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দাবিই বলে দেবে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher) :

বিদ্যালয় পরিবেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিক্ষক। প্রয়োগবাদে শিক্ষকের এই গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তার দায়িত্ব গতানুগতিক পাঠদানের চেয়ে অনেক বেশি। প্রয়োগবাদ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, সহায়ক ও নির্দেশক। তাই প্রয়োগবাদ পদ্ধতি হল প্রকল্প পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির সমস্ত স্তরে সমস্যা নির্বাচন, প্রকল্প রচনা, প্রকল্প সম্পাদন ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা যেমন প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা

পালন করে তেমনি প্রকল্প পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে শিক্ষক পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রয়োগবাদীরা বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার্থী নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষালাভ করে। তাই শিক্ষকের কাজ হল উপযুক্ত অভিজ্ঞতা বিশেষ করে সামাজিক অভিজ্ঞতা পরিবেশন করা। শিশু এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। তাই শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ জীবন পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রয়োগবাদীদের মতে, শিশুর মধ্যে সাধারণ মূল্যবোধ ও আদর্শের সৃষ্টি করাই শিক্ষকের মুখ্য কাজ। শিক্ষার্থীদের এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে আসতে হবে যাতে তারা নিজেরাই আদর্শ রচনা করতে পারে।

প্রয়োগবাদ স্বাধীনতা ও সক্রিয়তায় বিশ্বাসী। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হল নিজের মতামত বা ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপটে রেখে শিশুর নিজের আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বেড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা, যেখানে শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে।

প্রয়োগবাদ চিন্তার চেয়ে কাজের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়। তাই শিক্ষকের কাজ হল শিশুদের উদ্দেশ্যমুখী কাজের মধ্যে দিয়ে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা। প্রয়োগবাদ অনুযায়ী জীবন হল পরীক্ষানিরীক্ষামূলক। তাই শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অভিনব পরীক্ষা ও গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া এবং এর উপযুক্ত পরিবেশের আয়োজন করা। প্রয়োগবাদীরা সৃজনশীলতার আদর্শে বিশ্বাসী। তাই তাঁদের মতে শিশুর মধ্যে সৃজনশীল মনোভাব সৃষ্টি করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ।

শৃঙ্খলা স্থাপন পদ্ধতি (Disipline) :

নরম্যান ম্যাকম্যানের মতে, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা স্থাপনের পদ্ধতি হল তিন প্রকার—**দমনের দ্বারা শৃঙ্খলা, প্রভাবের দ্বারা শৃঙ্খলা** এবং **মুক্তির দ্বারা শৃঙ্খলা**। প্রয়োগবাদীরা তৃতীয় পদ্ধতির সমর্থক। এরা মুক্ত শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ও বহির্জাত শৃঙ্খলার বিরোধী। স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আনন্দময়তা হল প্রয়োগবাদী শৃঙ্খলা পদ্ধতির মূল কথা। এঁদের মতে, স্বাধীনভাবে কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা আসবে।

কাজের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত হতে শিখবে। কোনোরকম কৃত্রিম শৃঙ্খলা শিশুর ওপর বাইরে থেকে আরোপ করার প্রয়োজন নেই। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে স্বাধীন, উদ্দেশ্যমুখী ও সৃজনশীল কাজের মধ্যে শিশুদের পরিপূর্ণভাবে মগ্ন বা নিয়োজিত করতে পারলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আপনাআপনিই আসবে।

3.4.3 সমালোচনা ও উপসংহার (Criticism and Conclusion)

প্রয়োগবাদ বহু বিষয়ে অভিনব হলেও এটিকে আদর্শ শিক্ষাতত্ত্ব বলা যায় না। কারণ—

1. মানুষ বিশ্বের স্বরূপ ও সত্তা সম্পর্কে কৌতূহলী। প্রয়োগবাদ এ বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারে না।
2. প্রয়োগবাদ পূর্ণাঙ্গ দর্শন নয়। কারণ শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ কিছু সাহায্য করলেও শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণে ভাববাদের সাহায্য নিতে হয়। এমনকি বর্তমানকালের মূল্যহীনতা ও অস্থিরতার যুগে যখন মূল্যের জন্য মানুষের আকুতি ক্রমবর্ধমান তখন প্রয়োগবাদ এই বিভ্রান্তির যুগে উদ্ধারের পথ দেখাতে ব্যর্থ।
3. মানুষের জীবনের দুটো দিক আছে—ব্যাবহারিক ও **আধ্যাত্মিক** দিক। প্রয়োগবাদ জীবনের ব্যাবহারিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে অস্বীকার করেছে।
4. **দার্শনিক রস** (William David Ross)-এর মতে, প্রয়োগবাদের বহু সম্ভাবনা সত্ত্বেও মানুষের মনের প্রয়োজনীয় ও গভীর অন্বেষার ক্ষেত্রে এরা যে নেতিবাচক ভূমিকা নেয় তা ঠিক নয়।
5. এই মতবাদ শিক্ষার যথেষ্ট বিশদ ও অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

উপসংহার: নিঃসন্দেহে প্রয়োগবাদ একটি অভিনব ও বহু সম্ভাবনাময় মতবাদ। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রয়োগবাদী দর্শন নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রয়োগবাদ শিক্ষা বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করেছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ স্বার্থকে সমন্বিত করতে চেয়েছে। আসলে প্রয়োগবাদ একটি নতুন যুগের জীবনমুখী দর্শন যেখানে কার্যকারিতা, গণতান্ত্রিক জীবনধারা, সামাজিক প্রয়োজন, মুক্ত শৃঙ্খলা, বাস্তব সমস্যার সমাধান গুরুত্ব পেয়েছে। প্রয়োগবাদী দর্শনে মানুষের শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় প্রয়োগবাদের সবথেকে বড়ো অবদান হল প্রকল্প পদ্ধতি (Project method)। পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ পুরোনো গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে দিয়েছেন। তাই সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

একনজরে : প্রয়োগবাদ এবং প্রয়োগবাদ অনুযায়ী শিক্ষা

সাধারণ তথ্য	মূলনীতি	• পূর্ব নির্ধারিত সত্য বলে কিছু হয় না। সময়, স্থান এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সত্য সবসময় পরিবর্তিত হয়। • চিরন্তন চিরসত্য মূল্যবোধ বলেও কিছু হয় না। মানবজীবনে যার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই স্বীকার্য এবং মান্যতাপ্রাপ্ত হবে।

সামাজিক ভিত্তি		● মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমস্ত কর্মজীবন সমাজের জন্য উৎসর্গ থাকবে।
	প্রবক্তাগণ	● উইলিয়াম জেমস (1842-1910), শিলার (1864-1937), জন ডিউই (1859-1952), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1861-1941) মহাত্মা গান্ধি (1869-1948)
দার্শনিক ভিত্তি	অধিবিদ্যা	● বস্তুগত বা ভৌতিক জগৎ তার নিজের অস্তিত্বের অধিকারে বিদ্যমান। ● বাস্তব জগৎ সেটাই যার ধারণা আমরা মিথস্ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। ● পরমাত্মা বা ঈশ্বর ধারণা ভ্রান্ত মাত্র।
	জ্ঞানতত্ত্ব	● মানুষ এবং তার পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল হল জ্ঞান। ● ব্যাবহারিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত হয় চিন্তাভাবনা এবং কর্মের মাধ্যমে উদ্ভূত হয় জ্ঞান। ● 'সমালোচনামূলক পদ্ধতি' যে -কোনো পরিস্থিতিতে জ্ঞান অর্জনের আদর্শ উপায়।
	মূল্যবিদ্যা	● সমস্ত মূল্যবোধই বিষয়গত এবং আপেক্ষিক। এগুলি স্থায়ী নয় ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। ● মানুষের উচিত তাদের মূল্যবোধকে সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, যেভাবে তারা তাদের ধারণার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে।
শিক্ষাগত ভিত্তি	শিক্ষার লক্ষ্য	● শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে পারে না। জীবন গতিশীল এবং ক্রমাগত পরিবর্তন সাপেক্ষ, তাই শিক্ষার লক্ষ্যগুলি গতিশীল হতে বাধ্য। ● শিক্ষা মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে—শিশুদের তাদের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদাপূরণে সাহায্য করা, শিশুকে তার জীবনে মূল্যবোধ গঠনে সক্ষম করে তোলা, শারীরিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, সামাজিক এবং নান্দনিক বিকাশ ইত্যাদি।
	শিক্ষার পাঠক্রম	● পাঠক্রম প্রয়োজনীয়তা নীতি, সক্রিয়তার নীতি, আগ্রহের নীতি এবং অভিজ্ঞতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ● যে বিষয়গুলি পেশাগত বা বৃত্তিমূলক উপযোগিতা বহন করে সেগুলি পাঠ্যসূচিতে স্থান পাবে। ● বিষয়ের মধ্যে ভাষা, স্বাস্থ্যবিধি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, মেয়েদের গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ছেলেদের জন্য কৃষিকাজকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষাগত তথ্য	শিক্ষাপদ্ধতি	● অনুসন্ধান পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি।
	শৃঙ্খলা	● কঠোর শৃঙ্খলা বা শাস্তি প্রদান কোনো সময়ই শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্য সঠিক পথ হতে পারে না। ● সামাজিক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। ● শিক্ষার্থীরা নিজের কাজের উদ্দেশ্যমূলক এবং সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই স্ব-শৃঙ্খলার গুণ অর্জন করবে।
	শিক্ষক	● শিক্ষকের ভূমিকা নির্দেশনা এবং পরামর্শদানকারী রূপে হবে কিন্তু তিনি সক্রিয় হয়ে শিক্ষার্থীর কার্যে কোনোভাবেই অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করবেন না। ● শিক্ষক অবশ্যই ধৈর্যশীল, নমনীয়, সৃজনশীল এবং বুদ্ধিমান হবেন।
	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	● শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক এবং সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে গড়ে উঠবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক দক্ষতা শিখতে এবং অনুশীলন করতে পারবে। ● শিক্ষালয় শিক্ষার জীবন্ত পরীক্ষাগার হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা মানবসমাজের সমস্যাবলী এবং সেগুলির সমাধানের পথ সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করবে।